৬.১ রোমান সাম্রাজ্যের পতনের বিভিন্ন কারণসমূহ

রোম সাম্রাজ্য পৃথিবীর এক বিস্ময়। ইউরোপ, আফ্রিকা ছাপিয়ে এর বিস্তৃতি ছিল এশিয়া পর্যন্ত। বিশাল এ সাম্রাজ্য নিয়ে আজও মানুষের নানা কৌতূহল। ইতিহাস ছাড়াও সাহিত্যেও রোমান সাম্রাজ্য উঠে এসেছে নানাভাবে। বিশাল এ সাম্রাজ্যের পতন হয় ৪৭৬ সালে। রোমের পতন বলতে মূলত পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতনকেই বোঝানো হয়ে থাকে। ঐতিহাসিকগণ এর পেছনে বহিঃশক্তির আক্রমণ, অর্থনৈতিক বিপর্যয়, নৈতিক অবক্ষয়, আবহাওয়ার বিপর্যয়, বিস্তৃত সাম্রাজ্য, ধর্মীয় সংস্কার, প্রশাসনিক দুর্বলতা ইত্যাদি নানাবিধ বিষয়কে চিহ্নিত করে থাকেন। কেউ কেউ আবার ৪৭৬ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতনকে পুরো রোমান সাম্রাজ্যের পতন বলে মানতে নারাজ। তাদের যুক্তি হল যেহেতু বাইজানটাইন সাম্রাজ্য নাম নিয়ে পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য ১৪৫৩ সাল পর্যন্ত টিকে ছিল (ওসমানীয় সাম্রাজ্যের হাতে কনস্টান্টিনোপ্‌লের পতনের আগে পর্যন্ত), সেহেতু রোমান সাম্রাজ্যের পতন আসলে ঘটে ১৪৫৩ সালেই, ৪৭৬ সালে নয়। তবে প্রসিদ্ধ মত হিসেবে যেহেতু পশ্চিম রোমের পতনকেই রোমের পতন হিসেবে ধরা হয়ে থাকে।

বর্বর উপজাতিদের আক্রমণ : রোম পতনের কারণ হিসেবে সবচেয়ে বেশি দায়ী করা হয় বাইরে থেকে বিভিন্ন বর্বর আক্রমণকে। ৩০০ সালের দিকে রোমান বাহিনী দুর্বল হয়ে পড়ে, অন্যদিকে বহিঃশক্তির আক্রমণ বাড়তে তাকে। এসময় 'গথ' নামে বর্বর এক জাতি রোমকে বারবার আক্রমণ করে। ৪১০ সালে ভিসিগথ রাজা অ্যালারিক রোম দখল করে নেন। ৪৫৫ সালের দিকে রোম আবারও আক্রমণের শিকার হয়। অবশেষে ৪৭৬ সালে জার্মান নেতা ওডেসার রোমান সম্রাট রমুলাস অগাস্টাসকে ক্ষমতাচ্যুত করেন। ধারণা করা হয় এতেই চূড়ান্তভাবে পতন হয় রোমের। বিভিন্ন জার্মানীয় উপজাতির সাথে অনেক আগে থেকেই রোমান সাম্রাজ্যে ঝামেলা চলছিল। তবে তৃতীয় শতকে এসে গথদের মতো বর্বর উপজাতি রোমের সীমানার একেবারে ভেতরে প্রবেশ করে তাদের ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলা শুরু করে দিয়েছিল। চতুর্থ শতাব্দীর শেষের দিকে এসে রোমানরা জার্মানীয় সেই উপজাতিগুলির উত্থানের বিষয়টা বেশ ভালোমতোই টের পায়। অবশেষে ৪১০ খ্রিস্টাব্দে ভিসিগথ রাজা অ্যালারিকের হাতে পতন ঘটে রোম

শহরের। এরপর কয়েক দশক ধরে ক্রমাগত শত্রুর হাতে আক্রান্ত হবার আতঙ্কের মাঝেই দিনাতিপাত করতে হয়েছিল রোমের অধিবাসীদের। ৪৫৫ সালে 'চিরন্তন শহর' বলে পরিচিত রোম আবারও আক্রান্ত হয়, এবার শত্রুর ভূমিকায় ছিল ভ্যান্ডালরা। অবশেষে আসে ৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ। জার্মান নেতা ওডেসারের নেতৃত্বে সংঘটিত বিদ্রোহে ক্ষমতাচ্যুত হন সম্রাট রমুলাস অগাস্টাস। অনেকের মতে ৪৭৬ খ্রিস্টাব্দের সেই আঘাতই পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের কফিনে শেষ পেরেকটি ঠুকে দিয়েছিল।

বর্বরদের রোম লুণ্ঠন

অর্থনৈতিক সংকট : বহিঃশত্রুদের আক্রমণ ঠেকাতে সামরিক ব্যয় ক্রমাগত বেড়েই যাচ্ছিল। যার প্রভাব পড়ে সাম্রাজ্যের অর্থনীতির উপর। কর ব্যবস্থার বৈষম্যে ধনী দরিদ্রের পার্থক্য বেড়ে গেল। কর সংগ্রাহকদের হাত থেকে রেহাই পেতে অনেক ধনী শহর ত্যাগ করল। নতুন রাজ্য জয় করতে না পারায় ক্রীতদাসের সংখ্যা কমে গেল। মূলত এসব ক্রীতদাসরাই উৎপাদনে অংশ নিত। অন্যদিকে রোমের অন্যতম রফতানি আয় অস্ত্র রফতানিতে ভূমধ্যসাগরের জলদস্যুরা ভাগ বসাল। এভাবে রোমান অর্থনীতিতে শুরু হল এক চূড়ান্ত অবনমন। বহিঃশত্রুর আক্রমণের পাশাপাশি আগুন লেগেছিল রোমের অন্দরমহলেও। ক্ষয়িষ্ণু অর্থনীতি ধীরে ধীরে গ্রাস করে ফেলছিল সাম্রাজ্যকে। দিনের পর দিন চলতে থাকা যুদ্ধ ও অতিরিক্ত ব্যয় নিঃশেষ করে ফেলেছিল রাজ কোষাগার। অন্যদিকে ক্রমবর্ধমান করের বোঝা ও মুদ্রাস্ফীতি দিন দিন ধনী দরিদ্রের মধ্যকার ব্যবধান বাড়িয়েই চলেছিল। হাস্যকর হলেও এ কথা সত্য যে, কর সংগ্রাহকদের এড়াতে অনেক ধনী ব্যক্তি পর্যন্ত সপরিবারে পালিয়ে গিয়েছিলেন রোমের গ্রামাঞ্চলগুলিতে। সেখানে গিয়ে তারা প্রতিষ্ঠা করেছিল স্বাধীন জায়গিরদারি।

পূর্ব সাম্রাজ্যের উত্থান : তৃতীয় শতকে রোমান সাম্রাজ্যকে পূর্ব ও পশ্চিম দুভাগে বিভক্ত করা হয়। রাজ্য পরিচালনার সুবিধার্থে এ বিভাজন করা হয়। পশ্চিম অংশ শাসিত হত মিলানকে কেন্দ্র করে আর পূর্ব অংশ ছিল বাইজানটাইন কেন্দ্রিক। শাসনকার্যে সুবিধার জন্য সম্রাট ডায়োক্লেশিয়ান রোমকে পূর্ব ও পশ্চিম এই দুই অংশে ভাগ করেছিলেন। বিভাজনের এ উদ্দেশ্য সাময়িকভাবে সফলতার মুখ দেখলেও ক্রমশ রাজ্য দুটির মাঝে দূরত্ব বাড়তেই তাকে। বহিঃশত্রুর আক্রমণ একসাথে মোকাবিলা করার

পরিবর্তে সম্পদ ও সেনাবাহিনী নিয়ে প্রায় সময়ই তাদের মধ্যে গণ্ডগোল বেধে যেত। এভাবে গ্রিকভাষী পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য দিন দিন সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলতে থাকে,

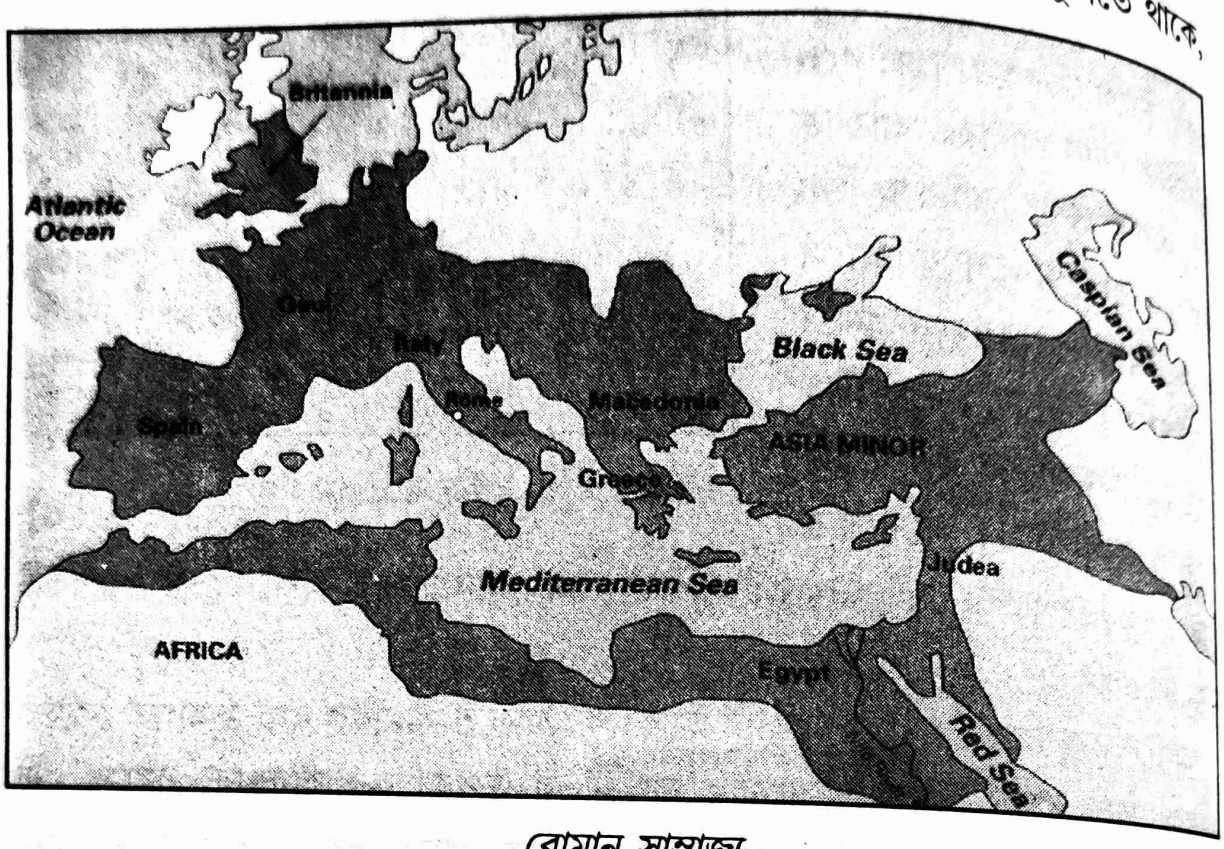

রোমান সাম্রাজ্য

অন্যদিকে অর্থনৈতিক অনটন ঘিরে ধরতে থাকে লাতিনভাষী পশ্চিম অংশকে। এমনকি পূর্ব সাম্রাজ্য তাদের আক্রমণ করা বর্বরদের লেলিয়ে দিত পশ্চিমের দিকে। কনস্টানটাইন ও তাঁর উত্তরসূরিরা নিশ্চিত করেছিলেন যেন পূর্ব সাম্রাজ্যকে শত্রুর আক্রমণ থেকে সর্বোচ্চ সুরক্ষা দেওয়া যায়। কিন্তু পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের ব্যাপারে এমন কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। এভাবে ধীরে ধীরে পঞ্চম শতাব্দীতে পশ্চিম সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক কাঠামো একপ্রকার ভেঙেই পড়েছিল। অন্যদিকে ওসমানীয় সাম্রাজ্যের হাতে পতনের আগে পর্যন্ত টিকে ছিল বাইজানটাইন তথা পূর্ব সাম্রাজ্য।

অতিকায় সাম্রাজ্য ও বৃহদাকার সেনাবাহিনী : স্বর্ণশিখরে থাকাকালে আটলান্টিক সমুদ্র থেকে শুরু করে মধ্যপ্রাচ্যে ইউফ্রেটিস নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল রোমান সাম্রাজ্যের সীমানা। কিন্তু এই বৃহৎ আকারই আসলে এর পতনের পেছনে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে। এত বড়ো সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক কার্যকলাপ সঠিকভাবে চালানো ছিল আসলে বেশ দুরূহ এক কাজ। চমৎকার যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও রাজ্যের বিভিন্ন অংশ ঠিকমতো ও কার্যকরভাবে শাসন করতে পারছিল না তারা। স্থানীয় বিদ্রোহ ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে সাম্রাজ্যকে বাঁচাতে প্রয়োজনীয় সেনাবাহিনী জোগাড় করতেও হিমশিম খেতে হচ্ছিল তাদের। সেনাবাহিনীকে টিকিয়ে রাখতে গিয়ে গবেষণামূলক কাজে অর্থের সংস্থান অনেক কমে গিয়েছিল। ফলে প্রযুক্তিগত অনগ্রসরতা তাদের পতনের পেছনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিল।

দুর্নীতি ও রাজনৈতিক অস্থিরতা : বৃহদাকার সাম্রাজ্যের পাশাপাশি অদক্ষ ও অপরিণামদর্শী নেতৃত্ব রোমের পতনের পেছনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিল। রোমের শাসনভার নিজের কাঁধে তুলে নেওয়া সবসময়ই একটি ঝুঁকিপূর্ণ কাজ বলে বিবেচিত ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকে তা যেন ছিল নিজের গলায় নিজেই ফাঁসির দড়ি লাগানোর নামান্তর।

গৃহযুদ্ধ পুরো রাজ্যকে করে তুলেছিল অস্থিতিশীল। মাত্র ৭৫ বছর সময়ের ব্যবধানে ২০ জন শাসকের আগমন থেকেই বোঝা যায় তখন কতটা টালমাটাল ছিল রোমের রাজনৈতিক পরিস্থিতি। রক্ষক যখন ভক্ষক প্রবাদটির মতো সম্রাট হন্তারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল সম্রাটের ব্যক্তিগত দেহরক্ষী বাহিনী হিসেবে পরিচিত প্রিটোরিয়ান গার্ড। তারা তাদের ইচ্ছেমতো সম্রাটকে খুন করত, আবার ক্ষমতায় বসাত। এমনকি একবার তারা কাকে পরবর্তীতে সিংহাসনে বসাবে তা নিয়ে নিলাম পর্যন্ত হয়েছিল। এভাবে ক্রমাগত রাজনৈতিক অস্থিরতা জনগণকে তাদের নেতাদের উপর থেকে ভরসা হারিয়ে ফেলতে বাধ্য করেছিল।

হুনদের আক্রমণ ও বর্বর উপজাতিগুলির রোমে আগমন : চতুর্থ শতাব্দীর শেষের দিকে ইউরোপে হুনদের আক্রমণ শুরু হয়। হুনরা ইউরোপ আক্রমণ শুরু করলে অনেক উপজাতি প্রাণ বাঁচাতে রোমে আশ্রয় নেয়। অনিচ্ছা সত্ত্বেও দানিয়ুব নদীর দক্ষিণ তীর

হুনদের রোম আক্রমণ

দিয়ে রোমানরা ভিসিগথ উপজাতির দুর্ভাগ্য মানুষগুলোকে রোমে প্রবেশের অনুমতি দেয়। কিন্তু এরপরই শুরু হয় তাদের উপর রোমানদের নির্যাতন। ঐতিহাসিক অ্যামিয়ানাস মার্সেলিনাসের মতে, অনেক রোমান অফিসার মানবতাবোধ বিসর্জন দিয়ে কয়েক টুকরো কুকুরের মাংসের বিনিময়ে সেসব ভিসিগথদের সন্তানদের ছিনিয়ে নিয়ে ক্রীতদাস হিসেবে কাজে লাগাত।

রোমানদের নির্যাতন সইতে না পেরে অবশেষে বিদ্রোহ করে বসে ভিসিগথরা। ৩৭৮ খ্রিস্টাব্দে তাদের প্রবল আক্রমণের মুখে পিছু হটতে বাধ্য হয় রোমান বাহিনী,

নিহত হন পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের অধিপতি ভ্যালেন্স। সেইবার কোনোমতে একটা শান্তিচুক্তি করে পার পেলেও তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি রোমানদের জন্য। ৪১০ খ্রিস্টাব্দে ভিসিগথ রাজা অ্যালারিক পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে পতন ঘটান রোম শহরের। পশ্চিম রোমের এহেন দুর্বলাবস্থায় উত্থান ঘটে ভ্যান্ডাল ও স্যাক্সনদের। তারা তখন ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে অগ্রসর হতে থাকে রোম সাম্রাজ্যের সীমানা ধরে, দখল করে নিতে থাকে ব্রিটেন, স্পেন ও উত্তর আফ্রিকা।

খ্রিস্টধর্মের প্রসার ও ঐতিহ্যগত মূল্যবোধের অবক্ষয় : তৃতীয় শতকে রোমান সাম্রাজ্যে খ্রিস্টধর্মের প্রসার শুরু হয়। মিলানের শাসক ৩১৩ সালে খ্রিস্টধর্মকে আইনসম্মত বৈধ ঘোষণা করেন। দ্রুতই অর্থাৎ ৩৮০ সালেই খ্রিস্টধর্ম রাষ্ট্রীয় ধর্মে পরিণত হয়। অন্যদিকে রোমানদের ঐতিহ্যগত মূল্যবোধেরও অবক্ষয় শুরু হয়ে যায়। খ্রিস্টধর্মের এ প্রসারে পোপ ও চার্চ প্রধানরা রাজনৈতিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে যা রোমান শাসকদের ক্ষমতাকে সংকুচিত করে।

সামরিক বাহিনীর দুর্বলতা : এককালে রোমান সেনাবাহিনী ছিল প্রতিপক্ষের কাছে একইসাথে ঈর্ষা ও আতঙ্কের সংমিশ্রণে গঠিত একটি নাম। কিন্তু কালক্রমে অতীতের ঐতিহ্য ও শৌর্যবীর্য হারিয়ে ফেলে রোমান বাহিনী। তাদের সৈন্য নিয়োগ ও পরিচালনা প্রক্রিয়াতেও আসে বিস্তর পরিবর্তন। রোমান জনগণ একসময় তাদের সেনাবাহিনীতে যোগদানের ব্যাপারে অনীহা প্রকাশ করতে আরম্ভ করে। ফলে ডায়োক্লেশিয়ান ও কনস্টানটাইনের মতো সম্রাটেরা বাধ্য হয়েই বিদেশি ভাড়াটে সেনাদের তাদের সেনাবাহিনীতে ভর্তি করতে বাধ্য হন। তখন সেনাবাহিনীতে প্রচুর গথ ও অন্যান্য বর্বর উপজাতির সেনাকে নিয়োগ করা হয়েছিল। সেই সব বর্বর সেনার সংখ্যা এতই অধিক হয়ে গিয়েছিল যে, রোমানরা তখন লাতিন শব্দ 'soldieer'-এর পরিবতে 'Barbarus' ব্যবহার করত তাদের সেনাদলকে বোঝাতে। বর্বর সেই সেনারা যুদ্ধক্ষেত্রে মারাত্মক কার্যকর হলেও রোমান সম্রাটদের প্রতি তাদের আনুগত্য ছিল শূন্যের কোঠায়। তাদের অফিসাররা প্রায়সময়ই রোমান ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অমান্য করত। পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতন ঘটানোর পেছনে দায়ী বর্বর সেনাদের অনেকেই এককালে কাজ করেছে রোমান সেনাবাহিনীতেই।

দক্ষ শ্রমিকের অভাব : রোমান পতনের অন্যতম কারণ ছিল পর্যাপ্ত দক্ষ শ্রমিকের অভাব। সাম্রাজ্যের অর্থনীতি অনেকাংশেই ক্রীতদাসদের শ্রমের উপর নির্ভরশীল ছিল। আর রাজ্য জয় করে বিজিত অঞ্চলগুলোর লোকজনদের সেনাবাহিনী সেসব কাজেই লাগাত। কিন্তু দ্বিতীয় শতকে সাম্রাজ্যের প্রসারণ বন্ধ হয়ে গেলে থেমে যায় ক্রীতদাসদের সরবরাহ, বন্ধ হয়ে যায় যুদ্ধ জয় থেকে সম্পদ লাভের প্রক্রিয়া। ওদিকে পঞ্চম শতাব্দীতে ভ্যান্ডালরা উত্তর আফ্রিকা দাবি করে বসে, ভূমধ্যসাগরে চালাতে শুরু করে দস্যুপনা।

এভাবে ধীরে ধীরে বাণিজ্যিক ও কৃষিকাজের উপর নির্ভরশীল অর্থনীতির বারোটা বেজে যাওয়ায় ভেঙে যেতে শুরু করে রোমান সাম্রাজ্যের অর্থনীতির মেরুদণ্ড, হাতছাড়া হতে থাকে ইউরোপের উপর তার নিয়ন্ত্রণ।

সিনেট ও সম্রাটের দ্বন্দ্ব : রোমের পতনের অন্যতম কারণ হিসেবে অনেকেই সিনেট ও সম্রাটের দ্বন্দ্বকে দায়ী করে থাকেন। সেখানকার ধর্মীয়, সামাজিক ও সামরিক বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্ণ ক্ষমতা ছিল একজন সম্রাটের। সিনেট সেখানে কাজ করত পরামর্শক সংস্থা হিসেবে। অতিরিক্ত ক্ষমতার অধিকারী সম্রাটগণ নিজেদের আইনের ঊর্ধ্বে ভেবে জড়িয়ে পড়তে থাকেন নানা দুর্নীতিতে। শুরু করে দেন অত্যধিক আয়েসি জীবনাযাপন। এসব নানা বিষয়ের উপর ভিত্তি করেই সিনেটের সাথে সম্রাটদের তৈরি হত দূরত্ব ও দ্বন্দ্ব।

নৈতিক অবক্ষয় : চরিত্র মানুষের অমূল্য সম্পদ। এই সম্পদটি হারালে অন্য সকল সম্পদই মূল্যহীন হয়ে যায়। রোমের পতনের পেছনে এই অমূল্য সম্পদটির হারিয়ে যাওয়াও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিল। সম্রাট থেকে শুরু করে সমাজের উঁচু শ্রেণির মাঝে সচ্চরিত্র নামক জিনিসটির খুব অভাব দেখা যাচ্ছিল। অবাধ যৌনাচার ছেয়ে ফেলেছিল পুরো সমাজ ব্যবস্থাতেই। সম্রাট টাইবেরিয়াস একদল তরুণ ছেলে রেখেছিলেন পরিতৃপ্তি লাভের আকাঙ্ক্ষায়, ইনসেস্টে লিপ্ত সম্রাট নিরো এক দাসকে খোজা করে দিয়েছিলেন তার সাথে মিলিত হবার অভিপ্রায়ে। সম্রাট কমোডাস থিয়েটার কিংবা খেলাধুলায় তাঁর হারেমের উপপত্নীদের সাথে নিয়ে নারীদের পোশাক পরে হাজির হয়ে খেপিয়ে তুলেছিলেন রোমান জনগণকে। সমাজের উঁচুস্তরের এই ক্ষয়রোগ ধীরে ধীরে এসেছিল নিচু স্তরেও। বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অশালীন কাজকর্ম ও অবাধ যৌনাচার দেখা যেতে শুরু করে। পশুর সাথে যৌনাচার সহ আরো নানা অশালীন কাজকারবার কলোসিয়ামে দেখানো হত শুধুমাত্র উপস্থিত জনতাকে বিনোদন দেওয়ার জন্য। পতিতালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল বহুগুণ। ঘোড়দৌড় ও গ্ল্যাডিয়েটদের খেলা নিয়ে জুয়া খেলাও ছড়িয়ে পড়েছিল। এভাবেই নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত হয়ে ইতিহাসের পাতায় ঠাই খুঁজে নিয়েছিল এককালের প্রবল পরাক্রমশালী রোমান সাম্রাজ্য।

পিরেনের তত্ত্ব : ঐতিহাসিক হেনরি পিরেন বলেছেন যে, পঞ্চম শতকে বর্বরদের আক্রমণের ফলে রোমের পতন ঘটেনি বরং এর চূড়ান্ত অবক্ষয় সূচিত হয়েছিল ইসলামের উত্থান ও প্রসারের ফলে। তিনি মনে করেন যে ইউরোপে ইসলামের অনুপ্রবেশের ফলে এবং ভূমধ্যসাগরের উপর আরবদের আধিপত্য বিস্তারের ফলে পূর্ব ও পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের মধ্যে বিচ্ছেদ চূড়ান্ত হয়। এর ফলে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এবং যার পরিণতি হিসাবে এখানে সামন্ততন্ত্রের চূড়ান্ত বিকাশ ঘটে।

তাই তিনি বলেছেন 'মুহম্মদের আবির্ভাব না ঘটলে সামন্ততন্ত্রের চূড়ান্ত প্রতিভূ শার্লামেনের উত্থান কখনোই সম্ভবপর ছিল না।' এই চূড়ান্ত অর্থনৈতিক বিপর্যয় রোমান সাম্রাজ্যকে পতনের দিকে ঠেলে দেয়।

প্রাকৃতিক অবক্ষয় : দ্বিতীয় শতক থেকে রোমান সাম্রাজ্যের একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চল শুষ্কপ্রায় বন্ধ্যা অঞ্চলে পরিণত হয়েছিল। এর ফলে আদায়ীকৃত রাজস্বের পরিমাণ দারুণভাবে হ্রাস পেয়েছিল। রোমান সাম্রাজ্য সামরিক শক্তির উপর নির্ভরশীল হওয়ার কারণে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারে আগ্রহ দেখায়নি। সাম্রাজ্য সম্প্রসারণশীল থাকলে এই সমস্যাকে এড়ানো যেত, কিন্তু সাম্রাজ্যের বিস্তার রোধ হওয়ার ফলে এই সমস্যা জটিল আকার ধারণ করে। এই পর্বে মহামারিতে বহু লোকের মৃত্যুর ফলে এক সামাজিক সংকটের সৃষ্টি হয়। প্রাকৃতিক বিপর্যয় অর্থনৈতিক সংকটকে আরো বাড়িয়ে তোলে।

সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার অভাব : সংস্কার ও নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছাড়া কোনো সাম্রাজ্যই দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। উৎপাদনশীলতার পরিবর্তে লুণ্ঠন ও সাম্রাজ্য বিস্তারের উপর নির্ভর করে রোমান অর্থনীতি গড়ে উঠেছিল, যা ছিল একান্তভাবেই দাসনির্ভর। মুক্ত বাণিজ্য ও নগরায়ণকে কেন্দ্র করে যে তরঙ্গের সৃষ্টি হয়েছিল, তারই আঘাতে রোমান সাম্রাজ্যের অর্থনীতির ভিত্তি কেঁপে ওঠে। অধিকৃত অঞ্চলের সম্পদের উপর নির্ভরশীল হয়ে তারা নতুন প্রযুক্তিকে গ্রহণ করেনি। পঞ্চম শতকে রাজস্বের পরিমাণ হ্রাস পেলেও প্রশাসনিক ও বিশাল সামরিক বাহিনীর ব্যয়ভার বহন করতে গিয়ে রোমান সাম্রাজ্যের নাভিশ্বাস উঠেছিল। ঐতিহাসিক টয়েনবি তাই যথার্থই বলেছেন যে, 'সূচনাপর্ব থেকেই রোমান সাম্রাজ্য পরিচালিত হয়েছিল নিকৃষ্টমানের পচনশীল পদ্ধতিকে অনুসরণ করে।'

সামাজিক বৈষম্য : অভিজাত, ফিউরিয়ালস এবং সাধারণ মানুষ, এই তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল সমাজ। সমাজের উচ্চস্তরে ছিল অভিজাত সিনেটরগণ। ফিউরিয়ালস ছিল স্থানীয় সরকারি কর্মচারী, এদের প্রতিষ্ঠানকে বলা হত সিভিটাস। এরা নির্দিষ্ট বেতন না পেলেও বিভিন্ন ধরনের রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধা ভোগ করত। বাকি সাধারণ জনগণ বিভক্ত ছিল দাস ও স্বাধীন নাগরিক, এই দুই শ্রেণিতে। বিত্তবান লোকেরাই সমাজের যাবতীয় সুফল ভোগ করত এবং রাজস্বের বোঝা চেপে বসেছিল তৃতীয়

মহামারিতে জনশূন্য রোম

শ্রেণির উপর। তাই ক্ষয়িষ্ণু রোমান সাম্রাজ্যকে টিকিয়ে রাখার কোনো আগ্রহই তৃতীয় শ্রেণির জনগণ দেখায়নি।

মহামারির কবলে চূড়ান্ত বিপর্যয় : অসংযমী রোমান বণিকরা প্রাচ্যের দেশগুলি থেকে বিভিন্ন রোগের জীবাণু বহন করে নিয়ে আসে এবং তারই প্রভাবে কলেরা, বসন্ত, হাম প্রভৃতি রোগ মহামারির আকারে ছড়িয়ে পড়ে। সীসার বিষাক্তকরণের প্রভাবে এই রোগগুলি দ্রুত ও ব্যাপক অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। এই মহামারির আঘাতে রোমের জনসংখ্যা প্রায় অর্ধেক হয়ে যায়। বাধ্য হয়েই রোমান সম্রাটদের বর্বরদের কাছে টেনে নিতে হয়। কিন্তু এই বর্বরদের প্রতি রোমানদের দাস সুলভ নীতি তাদের বিদ্রোহের পথে ঠেলে দেয়। মহামারির ফলে ব্যাপক জনসংখ্যা হ্রাস রোমান সমাজ ও অর্থনীতির উপর যে আঘাত করে তা সামাল দেওয়ার ক্ষমতা ক্ষয়িষ্ণু সাম্রাজ্যের ছিল না।